সিম্ফনি

অনন্যা দাশ

'মিসেস শাসমল ফোন করেছিলেন আজকে।'

ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের পিছন থেকে পরিমল শুধু বললেন, 'হুঁ'।

'কি বললাম শুনলে না?' অলকা এবার একটু জোরেই বললেন।

'শুনেছি, শুনেছি। মিসেস শাসমলের গপিসে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তবে এখন মনে হচ্ছে যে তুমি যখন তোমার প্রাণের থেকে প্রিয় সিরিয়ালে মন দিতে পারছ না তখন ব্যাপারটা গুরুতর হলেও হতে পারে।'

'ও! আমি বুঝি খালি সিরিয়াল দেখি? তাহলে ঘরের কাজগুলো হয় কি করে শুনি? তুমি তো কুটোটা নাড়ো না। তোমার অদুরে মেয়েও তো সারাদিন বেপাত্তা, আর দেশের মতন পাঁচটা- দশটা ঝি চাকর তো আমার নেই।' বিয়ের দীর্ঘ ২৬ বছর পরও নিউ ইয়র্কে কাজের লোক না পাওয়ার দুঃখটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি অলকা।

অলকার আকস্মিক আক্রমণে একটু ঘাবড়েই গেলেন পরিমল। কাগজটা রেখে আমতা- আমতা করে বললেন, 'আহা তুমি সব কথাকে ওই রকম বেঁকিয়ে ফেল কেন বল তো? যাক্ ও কথা থাক। মিসেস শাসমল কি বললেন সেটাই বল। কথাটা শুনে তোমার মেজাজ বেশ খিঁচড়েছে বুঝতে পারছি।'

দু মিনিট চুপ করে রইলেন অলকা। টিভিতে প্রচন্ড সাজগোজ মহিলারা নাটুকে ঢঙে অবিরাম কেঁদে চলেছে। অসহ্য লাগে পরিমলের কিন্তু অলকার কাছে এই সব সিরিয়াল বেঁচে থাকার খোরাক যেন!

'ঝুমুরকে দেখেছেন উনি আজকে!'

'ও এই ব্যাপার! এই নিয়ে এত কিছু?'

অলকা কটমট করে তাকালেন, 'ঝুমুরকে দেখেছেন ম্যানহাটানের এক রেস্টুরেন্টে একটা নিগ্রো ছেলের সাথে।'

'আঃ অলকা! তোমাকে এতবার করে বলেছি নিগ্রো বলবে না, আফ্রিকান আমেরিকান বলবে। তা ঝুমুরকে জিজ্ঞেস করেছ?'

'তোমার নবাবজাদী বাড়িতে থাকলে তো জিজ্ঞেস করবো! দিন-কে দিন আরো বেশি করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে যেন। রাত বারোটার আগে বাড়িই ফেরে না।'

'ঠিক আছে আসুক আজকে আমি না হয় কথা বলব।'

'হ্যাঁ, তাহলে হয়েছে। তোমাদের বাপ-বেটির ন্যাকামির ঠেলায় আমি আর বাঁচি না। আজকে যত রাতই হোক আমি জেগে থাকব।'

সারাদিন কাজ করতে করতে রাত দশটার পর আর জেগে থাকতে পারেন না অলকা।

পরিমল একবার মিনমিন করে বলার চেষ্টা করলেন, 'রেসিডেন্সির সময় খুব চাপ তাই দেরি হয়।'

'যাই বল বাপু, অনেকদিন হয়ে গেছে আর নয়। সেদিনও দাদা বলছিল ওদের অফিসের মিস্টার ধরের ছেলে শোভন নিউ হেভেনে আছে। আমরা চাইলেই কথা এগোনো যায়। মিস্টার ধররা ঝুমুরের ছবি দেখেছেন এবং ওদের ওকে খুব পছন্দ হয়েছে। ছেলেটা এখানকার বাঙালি মেয়ে বিয়ে করতে চায় বলেছে, তাহলে ভিসা টিসার সমস্যা হবে না।'

'তুমি তো জান ঝুমুর অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ কত অপছন্দ করে। তুমি যখন এদেশে ওকে বড় করেছ তখন ওর ব্যক্তি স্বাধীনতায় তুমি হস্তক্ষেপ করতে পার না।' কথা বলেই মনে হল নিউ ইয়র্কে আসা, এখানেই থেকে যাওয়া ওইসবের জন্য অলকার চাইতে ওনার মতই বেশি ফলেছে।

'হুঁ, বিয়ে করবে না মানে, ওর ঘাড় করবে।'

'কাকে বিয়ে করবে আমার ঘাড় শুনি'। বলতে বলতে ঝুমুর হাসিমুখে ঘরে ঢুকে ধপাস্ করে সোফায় বসে পড়ল।

'উফ্ মা ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। কি রান্না করেছ?'

'কেন ম্যানহাটানের হোটেলে ছাইভস্ম খেয়ে পেট ভরেনি বুঝি?'

'ও শাসমল আন্টি। আই নিউ ইট। ওনাকে দেখামাত্র আমি জানতাম আজ একখানা জায়েন্ট সাইজ অশান্তি হবে।'

'আঃ! অলকা, তোমার ওই সব কথা খাওয়ার পর তুললে হয় না। বেচারা সারাদিন খেটেখুটে এল।'

অলকা গোমরা মুখ করে উঠে গেলেন খাবার পরিবেশন করতে।

'কি হয়েছে বল তো ঝুমুর। ছেলেটা কে?'

'শন বাবা, ওর নাম শন। খুব ভাল ছেলে। আমাদের হসপিটালেই রেসিডেন্ট। আমার থেকে দু'বছর সিনিয়র আজ ওর জন্মদিন ছিল। ক্যাফেটেরিয়ার খাবার অতি জঘন্য তাই বন্ধুরা মিলে পাওলিনিতে খেতে গিয়েছিলাম। আমার সাথে আরও দু'জন ছিল। তাদের হসপিটাল থেকে 'পেজ' করা হল বলে তারা চলে গেল। ব্যস পড়বি - তো - পর তখনই শাসমল আন্টির চোখে — আমি তো আশা করছিলাম যে নিউজে খবরটা দেখাবে।'

'না, ঠাট্টা নয় মামনি। তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ।'

'এগজ্যাক্টলি! সেটাই তো আমি তোমাদের দুজনকে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না যে আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি। আমার নিজের ভাল মন্দটা বুঝে নেওয়ার বয়স হয়েছে আমার।'

পরিমল চুপ করে গেলেন।

খাওয়ার টেবিলে কোন কথা হল না। কোন রকমে একটু করে খেয়ে তিনজনেই উঠে পড়ল। পরিমল অলকাকে এক ধারে নিয়ে গিয়ে বোঝালেন, 'শোন ব্যাপারটা কিছু নয়। ছেলেটার জন্মদিন ছিল ওরা চারজন মিলে গিয়েছিল।'

কিন্তু কথাটা ঝুমুরই পাড়ল, 'কোন এক শোভন আমাকে ই-মেল করেছে। পরশু দিন নিউ ইয়র্কে আসবে, আমার সাথে দেখা করতে চায়। কার পাকামি এটা? ধরেই নিচ্ছি মার কারণ সে মামার রেফারেন্স দিয়েছে। মা, প্লীজ এইরকম কোরো না।'

'কেন করব না শুনি? ভদ্র ভারতীয় ছেলের সাথে দেখা করবে না আর ওই কেলে ভূতোদের নিয়ে বেলেল্লাপানা করে বেড়াবে। বেশ করেছি ই-মেল দিয়েছি।'

'মা! প্লীজ! শন খুব ভাল ছেলে। তাছাড়া একদিন ওর সাথে রেস্টুরেন্টে খেয়েছি বলেই ওকে বিয়ে করে ফেলছি নাকি।'

'ওই দৈত্যকে তুমি কিছুতেই এই বাড়িতে আনবে না, বলে দিচ্ছি!'

পরিমল শুধু আলতো করে বললেন, ''শোন ঝুমুর, বিয়ে তোমাকে এখন করতে হবে না। ওই শোভন যে আসছে তার সাথে একবার দেখা করে নাও না হয়। তাহলে তোমার মাও শান্তি পান। পছন্দ না হলে আর দেখা করতে হবে না।''

'ঠিক আছে দেখা করে নেব কিন্তু বেশি সময় দিতে পারব না। আমার সেদিন বিকেল চারটে থেকে ডিউটি আছে।'

রবিবার দিন সকালবেলা দশটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরল ঝুমুর। অলকা আগের দিন উদগ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। অন্তত পাঁচবার ফোন করেছেন ঝুমুরকে কিন্তু ঝুমুর হাঁ-হাঁ ছাড়া কোন জবাব দেয়নি।

'বাহঃ লুচি!' বলে থালায় দুটো লুচি আর খানিক তরকারি তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল ঝুমুর।

'কী রে! কাল কী হল বলবি তো।'

'কী আর হবে! যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। নবাব পুত্তুরকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ঘোরালাম, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ঘোরালাম তারপর নিউ হেভেনের ট্রেনে তুলে দিয়ে কাজে গেলাম।'

'যাহ্ ঝুমুর, তুই না!'

'মা, এটা কি তোমার হিন্দি সিনেমা, না সিরিয়াল যে প্রথম দেখাতেই প্রেম আর তারপরই হয় নেচে নেচে গাইবে নয় বিয়ে! দীশ থিংগস টেক টাইম।

'তা শোভনকে তোর কেমন লাগল?'

'একটু গায়েপড়া স্বভাব কিন্তু ঠিক আছে। দেখতে মন্দ নয় তবে একটু সেকেলে। আমার প্যান্টস্ পরাটা মোটেই পছন্দ হয়নি মনে হল— আমাকে জিজ্ঞেস করছিল 'তুমি শাড়ি বা সালওয়ার কামিজ পর না?' আমি বললাম, 'পরি তবে আমাকে এখান থেকে কাজে যেতে হবে আজ', সেটা শুনে আর কিছু বলেনি।'

পরবর্তী দু'মাসে আরো তিনবার নিউইয়র্ক এল শোভন।

পরিমল অলকার সাথে দেখাও করে দেল একবার।

দুজনেরই ওকে বেশ পছন্দ। বেশ মার্জিত চেহারা। নম্র ব্যবহার।

ওদিকে মিস্টার ধর অলকার দাদাকে চাপ দিচ্ছেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি করার জন্য কিন্তু ঝুমুর কিছুতেই 'হ্যাঁ করছে না। বারবার শুধু বলছে, 'আমাকে আরো সময় দাও। এত চাপের মধ্যে আমি ভাবতে পারছি না।'

পরিমল বলতে চেষ্টা করলেন, 'ওর, রেসিডেন্সিটা না হয় শেষ হতে দাও।'

'কি!' অলকা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'সে তো আরো তিন বছর, অতদিন কোন যোগ্য ছেলে অপেক্ষা করবে?'

পরিমল ভেবে দেখলেন কথাটা সত্যি। এক রকম জোর করেই ঝুমুরকে নিউ হেভেনে পাঠালেন তার পরের দিন।

দুপুর তিনটে নাগাদ ফোনটা এল। অলকা তখন ওয়াশিং মেসিনে একরাশ কাপড় কেচে শুকিয়ে ভাঁজ করে রাখছিলেন আর পরিমল ছুটির দিনে ছোট্ট করে একটা দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। অলকাই ধরলেন ফোনটা। শোভনের ফোন। হাউ হাউ করে কাঁদছে সে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওদের।

পরিমল আর অলকা পাগলের মতন ছুটে গেলেন। নিউ হেভেনের হাসপাতালের একটা খাটে অসহায়ভাবে পড়ে রয়েছে ঝুমুর। যে মেয়েটা সারাদিন প্রাণপাত করে রুগী সারাতে যায় আর সে তার প্রাণের জন্যে লড়ছে।

'দোষটা শোভনেরই। লাইসেন্স না পেয়ে লার্নার পারমিটে গাড়ি চালানো ওর ঠিক হয়নি। পাশে ওর এক ড্রাইভার বন্ধু ছিল বটে কিন্তু হাইওয়েতে চালাতে আরো অনেক বেশি দক্ষতা লাগে!' এক পুলিশ অফিসার পরিমলকে বলেছিলেন।

'ও বড্ড আস্তে হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, তাই পিছন থেকে গাড়িটা এসে মারে। ইওর ডটর ইস লাকি টু বি অ্যালাইভ।'

হ্যাঁ, যদি গলা থেকে পা পর্যন্ত অসাড় হয়ে যাওয়াটাকে জীবন বলে ধরা যায়! ঝুমুর সব দেখছে, সব শুনছে, সব বলতে পারছে কিন্তু হাত পা নাড়তে পারছে না।

তার সবকিছুই এখন বিছানায়।

শোভন আর তার বন্ধুর কিছুই হয়নি। এক তোড়া ফুল নিয়ে মোটে একদিন এসেছিল শোভন ঝুমুরকে দেখতে। ও বাড়িতে আসার ঠিক পর পর। তারপর আর একদিনও আসেনি বা ফোনও করেনি।

অলকা সেটা বলতে ঝুমুর একটা অদ্ভুত হাসি হেসে ছিল।

'তুমি কি অন্যরকম কিছু আশা করেছিলে নাকি? আমি তো করিনি।' কোন তাপ নেই, রাগ নেই, সব কিছুকেই শান্তভাবে মেনে নিয়েছে ঝুমুর।

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন অলকা, 'তুই জানিস না, তোর সম্মতি না নিয়েই আমরা সেপ্টেম্বর মাসে তোদের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলাম! তোর বাবা ইন্ডিয়া যাওয়ার টিকিট পর্যন্ত কেটে রেখে ছিলেন। দাদাকে কার্ডের বয়ানের ফাইনাল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল ছাপানর জন্যে। আর ছেলেটা কিনা তোর সর্বনাশ করে কেটে পড়ল।'

'যাক, তাহলে তো ভালই হল বিয়ে হওয়ার আগে আমার এটা হল। বিয়ের পর হলে কম্প্লিকেসানস আরো বেড়ে যেত, তাই না?'

ওই কথার কোন উত্তর দিতে পারেনি অলকা।

ঝুমুরের ডাক্তার বন্ধুরা প্রায়ই আসে ওর সাথে দেখা করতে। ওদের দেখে আশ্চর্য হন অলকা-পরিমল। কি স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ তারা। ঝুমুরকে একটুও সহানুভূতি দেখানর চেষ্টা করেন না। ওরা তো মেয়েকে দেখে কান্না থামাতেই পারে না। ঝুমুর অবশ্য ওদের কান্নাতে অস্বস্তি বোধ করে। বলে, 'মা প্লীজ, বাবা প্লীজ, এই রকম কোরো না। আমি আমার ভাগ্যকে অ্যাক্সেপ্ট করে নিয়েছি, তোমরাও করে নিলে ভাল হয়। তোমাদের সহানুভূতি আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।'

ঝুমুরের জন্মদিনের মন্দিরে গিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনে। ফিরে এসে ঝুমুরকে প্রসাদ খাওয়াতে গিয়ে অলকাই প্রথম লক্ষ করলেন ও আঙুলের আঁটিটা, হিরে মনে হল!

'এটা কি রে? কে দিল?'

'ওটা আংটি, মা। যাকে বলে এনগেজমেন্ট রিং।'

'মানে?'

'মানে আবার কি? আমার বিয়ে হবে।'

'অ্যাঁ! কে বিয়ে করবে তোকে? এই অবস্থায়?'

'কেন? শন করবে।'

অন্য সব বন্ধুদের মতনই ওই ষন্ডা-মার্কা ধুমসো কালো ছেলেটাও প্রায়ই আসে ঝুমুরের সাথে দেখা করতে। এটা অলকা - পরিমল দুজনেই দেখেছেন কিন্তু এইরকম কিছু তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি।

'কিন্তু কিন্তু...।'

'শন আসবে বিকেলে তোমাদের সাথে দেখা করতে। আমরা অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের ফেরার কিন্তু ওকে হসপিটাল থেকে ফোন করল তাই যেতে হল।'

'হঠাৎ? এমনটা...' অলকা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'হঠাৎ নয় মা। শন অনেকদিন আগেই আমাকে প্রোপোস করছিল। তোমরা একজন ঘানার ব্ল্যাক ছেলেকে নিজের জামাই হিসেবে মেনে নিতে পারবে না জেনেই আমি ওর প্রস্তাব বার বার নাকচ করে গেছি। শোভনের সাথে মেলামেশাও শুরু করেছিলাম তোমাদের মন রাখতে। কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা থেকেই যাচ্ছিল, কি যেন একটা আমার হাত ধরে টেনে রাখছিল তাই হ্যাঁ বলতে পারছিলাম না। হয়তো ওই কালো ছেলেটার অকুণ্ঠ ভালবাসাই আমাকে পিছু টানছিল। আজকে আমার জন্মদিনে ও আমাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং আমি অ্যাক্সেপ্ট করেছি। পরের বছর ও ফেলোশিপ পাচ্ছে হিউস্টনে এবং আমাকে বিয়ে করে সাথে নিয়ে যেতে চায়।'

'কিন্তু ও কি ভেবেছে যে তোকে নিয়ে ওর ভবিষ্যৎ কেমন হবে?' পরিমল চিন্তিত মুখে বললেন।

ঝুমুরের চোখে জল চিক্‌চিক্ করে উঠল।

'তোমরা কি ভাবছ আমি ওকে সেই প্রশ্ন করিনি? আমাকে কেন বিয়ে করতে চায় জিজ্ঞেস করাতে ও বলেছে ওদের বিয়ের মন্ত্রে একটা কথা আছে — 'আমরা সাথে থাকবো - ইন সিকনেস অ্যান্ড ইন হেলথ'। কেউ অসুস্থ হয়েছে বলেই তো আর ভালবাসা উবে যায় না। আর আমি? আমি কেন রাজি হয়েছি জান। শনকে আমি ভালোবাসি, রেসপেক্ট করি সব কিছু। কিন্তু তার চেয়ে বড় হল আমি এখানে থাকলে তোমরা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছ। আমার সামনে কাঁদতে সাহস হয় না তাই লুকিয়ে কাঁদো তা কি আমি বুঝি না? তোমরা আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ। আমাকে নিজে নিজে বাঁচার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তোমাদের ছাড়া বাঁচতে শিখতে হবে আমাকে। ওখানকার একটা নতুন স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ক্লিনিকে আমার চিকিৎসা হবে। আই হ্যাভ নাথিং টু লুজ। আর তোমরা যখন খুশি হিউস্টন বেড়াতে আসতে পারো আমাদের সাথে দেখা করতে।'

মা-বাবা,

তোমরা ভাল আছ তো? আমি ভাল আছি। এই ই-মেলটা ছোটোই হবে কারণ আমি নিজে টাইপ করছি। চিকিৎসা আর ফিজিও করে আমি এখন একটু সময় বসে থাকতে পারি, বাঁ হাতের দুটা আঙুল আর ডান হাতটা অল্প নাড়াতে পারছি। দারুন খবর, তাই না? পারলে হিউস্টনে এসে আমাদের দেখে যাও।

আমাদের বাগানে অনেক গোলাপ ফুল ফুটেছে!

ভালবাসা নিও। ইতি

ঝুমুর

পুঃ এতদিন তোমদের বলিনি — সারপ্রাইজ দিতে চাইছিলাম!